দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন

খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

কোটচাঁদপুরে প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে ‘আশা’র খাদ্য সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও’র পক্ষ থেকে দেশের করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আশা’র নিজস্ব অর্থায়নে রবিবার সকালে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সহকারি (সিএ) ইন্দ্রজিদ সাহার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল,ডাল, তৈল, লবন, আলু, হস্তান্তর করা হয়।

আশা’র এ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার (এ্যাড.ডিভি.এম) মো. ওমর ফারুক জানান, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও সব সময দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ রোধে সরকার সবাইকে ঘর থেকে বাহির না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া দিনমজুর ও শ্রমজীবীরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সেই সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান আশা’র নিজ অর্থায়নে সারাদেশে ১২ কোটি টাকা খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৫’শ,

কালিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ ও কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার (ডিএম) মো. রহমত উল্লাহ, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শাহাজান আলী, কালিগঞ্জ ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) নাসির উদ্দীন, মহেশপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শফিকুর রহমান, রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) মো. আকরাম হোসেন, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সেলিম রেজা প্রমুখ।

দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২২৮ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮৭ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৪ হাজার ৬৫৭ জন।

করোনায় দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা এটি।

এছাড়া নতুন করে ২৩৬ জনসহ মোট ২ হাজার ৬৫০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

রোববার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৭৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৮৮৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ১৪ জন। এর মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৬৪২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগে সংগ্রহ করে রাখা কিছু নমুনা গতকাল পরীক্ষা করার ফলে

২৪ ঘণ্টায় সংগ্রহ করা নমুনার সংখ্যার চেয়ে পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৩৬ জন। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সুস্থ হলেন মোট ২ হাজার ৬৫০ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ ক্ষমায় ২৪ বন্দির মুক্তি

করোনাভাইরাসের কারণে অতিরিক্ত বন্দি কমাতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে ২৪ বন্দিকে মুক্তি দেIয়া হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে।

শনিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রকোপের কারণে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘুদন্ডে দন্ডিত তৃতীয় ধাপে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ৫৯ জন বন্দির সাজা মওকুফ করেছেন।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ২৪ জন বন্দিকে মুক্তি

দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক কারামুক্তকে এক হাজার টাকা তাদের যাতায়াত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।